



আমীরে আহলে সুন্নাত إمام أحمد بن حنبل এর লিখিত
“৫৫০টি সুন্নাত ও আদব” কিতাবের একটি অংশ

সাপ্তাহিক পৃষ্ঠিকা: ২১৬
WEEKLY BOOKLET 216

৯৮টি সুন্নাত ও আদব

চল্যফেরার উত্তম পদ্ধতি

প্রীহা রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থাপত্র

ঘরোয়া কণ্ঠা থেকে মুক্তি

রাস্তে নখ কাটা কেমন?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুল্লাহ মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইনইয়াস আতার কাদুরী রযবী قاسم بن عبد الله

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু “৫৫০টি সুন্নাত ও আদব” কিতাবের ৩ থেকে ৫৪ পৃষ্ঠার
বিভিন্ন স্থান থেকে নেয়া হয়েছে।

৯৮টি সুন্নাত ও আদব

আত্মারের দোয়া: হে মুস্তফা ﷺ এর প্রতিপালক! যে ব্যক্তি
এই “৯৮টি সুন্নাত ও আদব” পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে
সুন্নাতের প্রতিচ্ছবি বানাও এবং তার পরবর্তি প্রজন্মকেও সত্যিকার
আশিকে রাসূল বানাও। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: কিয়ামতের
দিন আল্লাহ পাকের আরশ ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না,
তিন ধরনের ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় থাকবে।
আরয করা হলো: ইয়া রাসূল্লাহ ﷺ! তারা
কারা হবে? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের
পেরেশানি দূর করবে (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী
(৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠকারী।

(আল বদরুস সাফিরাতে ফি উমুরিল আখিরাত লিস সুয়তী, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৬)

চলাফেরার ১৫টি সুন্নাত ও আদব

(১) ১৫তম পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৭নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَنْ تَبْلُغَ الْحِبَالِ طُورًا ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে বিচরণ করোনা! নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।

(২) “বাহারে শরীয়াত” ৩য় খন্ডের ৪৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এক ব্যক্তি দু’টি চাদর জড়িয়ে গর্ব সহকারে চলছিলো ও অহংকার করছিলো, তাকে জমিনে ধসিয়ে দেয়া হলো, সে কিয়ামত পর্যন্ত ধসতেই থাকবে।^(১) (৩) রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অনেক সময় চলতে চলতে তাঁর কোন সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর হাত নিজের হাত মোবারক দ্বারা ধরে নিতেন।^(২) (৪) রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চলার সময় এমনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন, যেনো তিনি صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ উপর দিক থেকে নিচের দিকে নামছেন।^(৩) (৫) গলায় স্বর্ণ বা কোন প্রকারের ধাতুর চেইন (CHAIN) লাগিয়ে, লোকদের

দেখানোর জন্য কলারের বোতাম খুলে অহংকারীর মত চলবেন না, কেননা এটা নির্বোধ, অহংকারী ও ফাসিকদের চলন। গলায় স্বর্ণের চেইন বা ব্রেসলাইট (BRACELET) পরিধান করা পুরুষদের জন্য হারাম এবং অন্যান্য ধাতুও নাজায়িয। (৬) যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে রাস্তার একপাশে ধীর গতিতে চলুন, এতো জোরে নয় যে, মানুষ আপনাকে দেখে বলবে যে, দৌড়াতে দৌড়াতে কোথায় যাচ্ছে! আবার এতো ধীরেও নয় যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা আপনাকে অসুস্থ মনে করবে। আমরদ (অর্থাৎ এমন যুবক ছেলে, যার দাঁড়ি গোঁফ গজায়নি) বা সুদর্শন যুবকের হাত ধরবেন না, কামভাবের সহিত যেকোন পুরুষের হাত ধরা বা মুসাফাহা করা (অর্থাৎ হাত মিলানো) বা আলিঙ্গন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। (৭) পথ চলার সময় অযথা এদিক সেদিক তাকানো সুন্নাহ নয়, দৃষ্টিকে নত রেখে গাভ্রিভাবে পথ চলুন। ঘটনা: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন আবু সিনান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ঈদের নামায পড়ার জন্য গেলেন, যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর স্ত্রী বলতে লাগলেন: আজ কতজন মহিলাকে দেখেছেন? তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ চুপ রইলেন, যখন তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তখন বললেন: “ঘর থেকে

বের হবার পর হতে তোমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আমি আমার (পায়ের) বৃদ্ধাঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।”^(৪)

سُبْحَانَ اللَّهِ আল্লাহ ওয়ালারাহ পথ চলতে বিনা প্রয়োজনে এদিক সেদিক তাকানো থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন, যেনো এমন না হয় যে, শরয়ী ভাবে যার প্রতি অনুমতি নেই তার উপর দৃষ্টি পড়ে যায়! এটা ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর তাকওয়া ছিলো, মাসআলা হলো; কোন মহিলার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিলে তবে গুনাহ নেই।

(৮) কারো ঘরের বেলকনি (BALCONY) বা জানালার দিকে অপ্রয়োজনে দেখা উচিত নয়। (৯) চলার সময় বা সিঁড়িতে উঠানামা করার সময় খেয়াল রাখা উচিত, যেনো জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। (১০) রাস্তায় মহিলা দাঁড়ানো আছে বা চলাফেরা করছে, তবে তাদের মাঝ দিয়ে যাওয়া উচিত নয়, কেননা হাদীস শরীফে এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।^(৫)

(১১) পথ চলার সময়, দাঁড়ানো অবস্থায় বরং বসা অবস্থায়ও মানুষের সামনে থুথু নিক্ষেপ করা, নাক টানা, নাকে আঙ্গুল দেয়া, কান চুলকাতে থাকা, শরীরের ময়লা আঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করা, নিতম্ব চুলকানো ইত্যাদি ভদ্রতার পরিপন্থী।

(১২) অনেক লোকের অভ্যাস যে, পথ চলার সময় সামনে যা

কিছু আসে তাতে লাথি মারা, এটা অবশ্যই অভদ্রদের কাজ, এতে পায়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে তাছাড়া পত্রিকা বা লিখা বিশিষ্ট প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারাও বেয়াদবী। (১৩) পথ চলার সময় গাড়ি চলাচলের রাস্তা পার হতে হলে তবে “জেরা ক্রসিং” বা “ফুটওভার ব্রিজ” ব্যবহার করুন। (১৪) যৈদিক থেকে গাড়ি আসছে সে দিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হোন, যদি আপনি রাস্তার মাঝে হন আর গাড়ি এসে যায় তবে দৌড় দেয়ার পরিবর্তে সুযোগ বুঝে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন, কেননা এতেই নিরাপত্তা বেশি এবং রেল গাড়ি যাওয়ার সময়সীমার মধ্যে রেল লাইন পার হওয়া নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনার নামান্তর, রেল গাড়িকে অনেক দূরে মনে করে পার হওয়া ব্যক্তি তাড়াতাড়ির কারণে বা বেখেয়ালীতে কোন তার ইত্যাদিতে পা আটকে যাওয়া অবস্থায় পড়ে যাওয়া বা তার উপর দিয়ে রেল গাড়ি যাওয়ার সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, তাছাড়া অনেক জায়গা এমনও হয় যে, যেখানে রেল লাইনের উপর দিয়ে যাওয়া বেআইনি, বিশেষ করে স্টেশনে, এই আইনের উপরও আমল করুন। (১৫) ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়তে যথাসম্ভব প্রতিদিন ৪৫ মিনিট দরুদ শরীফ

পাঠ করতে করতে হাঁটুন **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** শরীর সুস্থ থাকবে। হাঁটার পদ্ধতি হলো: শুরুতে ১৫ মিনিট দ্রুত পায়ে, অতঃপর ১৫ মিনিট ধীরে ধীরে আর শেষের ১৫ মিনিট আবারো দ্রুত পায়ে হাঁটুন, এভাবে হাঁটলে সারা শরীরের ব্যয়াম হবে, হজম প্রক্রিয়া ঠিক থাকবে, গ্যাস, কোষ্টকাঠিন্য, মোটা হওয়া, হৃদরোগ এবং আরো অনেক রোগ থেকেও **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** নিরাপদ থাকবে।

সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার “বাহারে শরীয়াত” ওয় খন্ডের ১৬তম অংশ এবং ১২০ পৃষ্ঠার কিতাব “সুন্নাত ও আদব” কিনুন ও পাঠ করুন। সুন্নাত শিখার আরো একটি মাধ্যম হলো, দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমত্ কাফেলে মে চলো সিখনে সুন্নাত্ কাফেলে মে চলো
হোঙ্গি হাল মুশকিলে কাফেলে চলো খতম হো শা’মত্ কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! ❀❀❀ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

জুতা পরিধানের ৭টি আদব

(১) প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা পরিধান করা অবস্থায় থাকে যেনো সে আরোহীত অবস্থায় রয়েছে।” (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হবে)^(৬) (২) জুতা পরিধান

করার পূর্বে প্রথমে ঝেড়ে নিন, যাতে পোকামাকড় বা কঙ্কর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। ঘটনা: বলা হয়, কোন এক জায়গায় দাওয়াত শেষে এক ব্যক্তি যখনই জুতা পরিধান করলো চিৎকার করে উঠলো আর তার পা থেকে রক্ত বের হতে লাগলো! আসলে বিষয়টি ছিলো যে, খাওয়ার সময় কেউ ধারালো একটি হাঁড় ফেলেছিলো, তখন তা জুতার ভেতর চলে যায় আর পরিধানকারী জুতা না ঝেড়ে পরিধান করেছিলো তখন পা ক্ষত হয়ে গেলো। (৩) সুন্নাত হলো, প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরিধান করা এরপর বাম পা আর খোলার সময় প্রথমে বাম পায়ে জুতা খুলবে এরপর ডান পায়ে জুতা। রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ জুতা পরিধান করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে আর যখন জুতা খুলবে তখন বাম দিক থেকে শুরু করবে, যাতে ডান পা পরিধানের সময় আগে ও খোলার সময় শেষে হয়।”^(৭) নুজহাতুল ক্বারীতে রয়েছে: মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা মসজিদে রাখবে আর যখন বের হবে তখন বাম পা প্রথমে বের করবে। মসজিদে প্রবেশের সময় এই (জুতা পরিধান করার) হাদীসের উপর আমল করা কষ্টকর। আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর এরূপ সমাধান দিয়েছেন: “যখন মসজিদে যাবে তখন প্রথমে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করুন। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবেন তখন প্রথমে বাম পা মসজিদ থেকে বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা বের করে, ডান পায়ের জুতা পরিধান করুন অতঃপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করুন।”^(৮) হযরত সায্যিদুনা ইবনে জাওয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “যে ব্যক্তি সর্বদা জুতা পরিধান করার সময় ডান পা আর খোলার সময় বাম পা দিয়ে গুরু করে, তবে সে প্লীহা রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকবে।”^(৯)

(৪) পুরুষ পুরুষালি ও মহিলা মেয়েলি জুতা ব্যবহার করুন।

(৫) কেউ হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا কে আরয করলো যে, এক মহিলা (পুরুষের ন্যায়) জুতা পরিধান করে। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পুরুষের সাথে সামঞ্জস্যকারীনি মহিলাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন।^(১০)

অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষালী জুতা পরিধান করা উচিত নয় বরং ঐসকল ব্যাপার যাতে পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে, তাতে প্রত্যেককে পরস্পরের নকল করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, না পুরুষ মহিলার নকল করবে, না মহিলা পুরুষের

নকল করবে।^(১১) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে বসুন কেননা এতে পা আরাম পাবে। (৭) ব্যবহৃত জুতা উল্টো পড়ে থাকলে তবে সোজা করে দিন। (অভাব অনটনের একটি কারণ হলো; উল্টো পড়ে থাকা জুতা দেখে তা সোজা না করা।)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ❀❀❀ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বসার ১৮টি সুন্নাত ও আদব

(১) প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যারা অনেকে কোণ জায়গায় বসলো আর আল্লাহ পাকের যিকির ও নবীয়ে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি দরুদ পাঠ করা ব্যতীত সেখানে থেকে পৃথক হয়ে গেলো, তারা ক্ষতি করলো, যদি আল্লাহ পাক চান আযাব দিবেন আর চাইলে ক্ষমা করে দিবেন।^(১২) (২) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا বলেন: আমি রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে কাবা শরীফের উঠোনে ইহতিবা অবস্থায় তাশরীফ নিতে দেখেছি।^(১৩) (৩) ইহতিবা অর্থ হলো; মানুষ নিতম্বের উপর বসে নিজের উভয় হাঁটুতে উভয় হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরা। এই ধরনের বসা বিন্দ্রতার অন্তর্ভুক্ত।^(১৪) (৪) এই সময়ে বরং যখনই বসবেন পর্দার জায়গার অবস্থা যেনো দেখা না যায়, অতএব “পর্দার

উপর পর্দা” করার জন্য হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত চাদর নিন যদি জামা সুন্নাত অনুযায়ী হাঁটুর নিচ পর্যন্ত হয় তবে তার আঁচল দিয়েও “পর্দার উপর পর্দা” করা যেতে পারে। (৫) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন ফজরের নামায পড়ে নিতেন তখন চারযানু হয়ে বসে থাকতেন, এমনকি সূর্য ভালভাবে উদিত হয়ে যেতো।^(১৫) (৬) জামে কারামাতে আউলিয়া ১ম খন্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ইমাম ইউসুফ নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুই যানু (অর্থাৎ নামাযে আভাহিয়াতে বসার ন্যায়) বসার মোবারক অভ্যাস ছিলো। (৭) নামাযের বাইরেও (অর্থাৎ ব্যতীত) দুইযানু হয়ে বসা উত্তম।^(১৬) (৮) প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “মজলিশের (অর্থাৎ অন্যদের উপস্থিতি) মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত মজলিশ (অর্থাৎ বৈঠক) হলো, যাতে কিবলামুখী হয়ে বসা হয়।”^(১৭) (৯) হযরত সাযিদ্‌দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا অধিকাংশ সময় কিবলামুখী হয়ে বসতেন।^(১৮) (১০) মুবাল্লিগ ও মুদাররীসের জন্য বয়ান ও পাঠদানের সময় সুন্নাত হলো যে, পিঠ কিবলার দিকে রাখা, যাতে তাদের থেকে ইলমের কথা শ্রবণকারীদের দিক কিবলার দিকে হয়, যেমনটি হযরত সাযিদ্‌দুনা আব্দুল্লাহ হাফিয সাখাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কিবলাকে এই কারণেই পিঠ দিতেন যে, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

যাদেরকে ইলম শিক্ষা দিচ্ছেন বা ওয়াজ করছেন, তাদের দিক যেনো কিবলার দিকে থাকে।^(১৯) (১১) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কখনো কোন মজলিশে (অর্থাৎ বৈঠক) কারো দিকে পা প্রসারিত করে বসেননি, না সন্তানদের দিকে, না পবিত্র বিবিগণের দিকে, না গোলাম ও খাদেমদের দিকে।^(২০) (১২) হযরত সাযিয়দুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি কখনো আমার সম্মানিত ওস্তাদ হযরত সাযিয়দুনা হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহান বাড়ির দিকে পা প্রসারিত করিনি তাঁর সম্মানের কারণে, (অথচ ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাড়ি ও সম্মানিত ওস্তাদের বাসস্থানে কয়েকটি গলি দূরত্ব ছিলো)^(২১) (১৩) আগতদের জন্য সরে বসা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। “বাহারে শরীয়াত” ওয় খন্ডের ৪৩২ পৃষ্ঠার ৬ নম্বর হাদীস: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খেদমতে উপস্থিত হলো আর হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন, তার জন্য হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ) তাঁর জায়গা থেকে সরে গেলেন, সে আরয করলো: ইয়া রাসূলুল্লাহ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)! জায়গা প্রশস্তই আছে, (অর্থাৎ হুযুর পুরনুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) আপনাকে সরে যাওয়া এবং কষ্ট করার প্রয়োজন নেই)। ইরশাদ করলেন: মুসলমানের হক হলো, যখনই তার ভাই তাকে দেখবে, তার জন্য সরে যাবে।^(২২)

(১৪) নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন: “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ছায়ায় বসে, অতঃপর ছায়া সেখান থেকে সরে যায় আর সে কিছু রোদ ও কিছু ছায়ায় রয়ে যায়, তবে তার উচ্চিৎ, সেখান থেকে উঠে যাওয়া।”^(২৩) (১৫) আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: “পীর ও ওস্তাদের বসার স্থানে তাঁদের অনুপস্থিতিতেও বসবে না।”^(২৪) (১৬) যখন কোন ইজতিমা বা মজলিশে আসবে তখন মানুষের উপর দিয়ে লাফিয়ে সামনে যাবেনা, যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসে যান। (১৭) যখনি বসবেন জুতা খুলে বসুন, আপনার পা আরাম পাবে।^(২৫) (১৮) মজলিশ (অর্থাৎ বৈঠক) শেষে এই দোয়াটি তিনবার পাঠ করে নিন, তবে গুনাহ মুছে দেয়া হবে এবং যেই কল্যাণের মজলিশ ও যিকিরের মজলিশে পাঠ করবে তবে তার জন্য কল্যাণের সিলমোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। দোয়াটি হলো:

“سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ”^{(১)(২৬)}

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

১ অনুবাদ: তোমারই সত্ত্বা পবিত্রতম এবং হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, আমি তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই নিকট তাওবা করছি।

ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি সুন্নাত ও আদব

(১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পাঠ করুন: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ অনুবাদ: আল্লাহর নামে আরম্ভ, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই।^(২৭) إِنْ شَاءَ اللَّهُ এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং আল্লাহ পাকের সাহায্যের আওতায় থাকবে। (২) ঘরে প্রবেশের দোয়া: وَخَيْرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْجِبِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ.^(২৮) بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا. দোয়াটি পাঠ করার পর ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন, অতঃপর প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে সালাম আরয করুন এরপর সূরা ইখলাস পাঠ করুন إِنْ شَاءَ اللَّهُ আয় রোজগারে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। (৩) নিজের ঘরে আসতে যেতে মুহরিম ও মুহরিমাদেরকে (যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। (৪) আল্লাহ পাকের নাম নেয়া ব্যতীত যেমন; بِسْمِ اللَّهِ

১ অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে ও বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তাঁরই নামে বের হই এবং আপন প্রতিপালকের উপর আমরা ভরসা করছি।

বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে, শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে নেয়। (৫) যদি এমন ঘরে (নিজের খালি ঘর হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই, তবে এভাবে বলুন: **السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ** (অর্থাৎ আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতারা এ সালামের উত্তর প্রদান করবে।^(২৯) বা এভাবে বলুন: **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ** (অর্থাৎ হে নবী! আপনার প্রতি সালাম) কেননা নবী করীম **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর রূহ মোবারক মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে।^(৩০)

(৬) যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চাইবেন, তখন এভাবে বলুন: **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** আমি কি ভিতরে আসতে পারি? (৭) যদি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, তবে সম্ভ্রষ্টচিত্তে ফিরে যান, হয়তো কোন অপরাগতার কারণে ঘরের মালিক অনুমতি দেয়নি। (৮) যখনই আপনার ঘরে কেউ করাঘাত করে, তবে সুন্নাত হলো, জিজ্ঞাসা করা: কে? করাঘাতকারীর উচিত, নিজের নাম বলা, যেমন; বলুন: “মুহাম্মদ ইলইয়াস।” নাম বলার পরিবর্তে এই অবস্থায় “মদীনা”, “আমি!”, “দরজা খুলুন” ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। (৯) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান, যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভেতরে দৃষ্টি না পড়ে। (১০) কারো ঘরে উঁকি মারা

নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনে, নিচের দিকে অন্যদের ঘর থাকে অতএব ব্যালকনি ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এই বিষয়ে খেয়াল করা উচিত যে, অন্যদের ঘরে যেনো দৃষ্টি না পড়ে। (১১) কারো ঘরে গেলে তবে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অভিযোগ করবেন না, এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে। (১২) ফিরে আসার সময় পরিবারের সদস্যদের জন্য দোয়াও করুন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও করুন আর সালামও করুন এবং সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা ইত্যাদিও উপহার হিসেবে দিন।

মাথায় তেল দেয়া ও চুল আঁচড়ানোর ১৯টি সুন্নাত ও আদব

(১) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: “নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মাথা মোবারকে প্রায় তেল লাগাতেন এবং দাঁড়ি মোবারক আঁচড়াতেন আর অধিকাংশ সময় মাথা মোবারকে কাপড় (অর্থাৎ সারবন্দ শরীফ) ব্যবহার করতেন, এমনকি ঐ কাপড়টি তৈলাক্ত হয়ে যেতো। (৩১) জানা গেলো, “সারবন্দ” ব্যবহার করা সুন্নাত, ইসলামী ভাইদের উচিত, যখনই মাথায় তেল দিবে, একটি ছোট কাপড় মাথায় বেঁধে নেয়া, এতে إِنْ شَاءَ اللَّهُ টুপি ও পাগড়ী শরীফ তৈলাক্ত হওয়া

থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকবে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** সঙ্গে মদীনা **عُفًى عَنْهُ** বছরের পর বছর ধরে সুন্নাতের নিয়্যতে “সারবন্দ” ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। আলা হযরত **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** বলেন:

তেল কি বুন্দে টপকতি নেহী বালৌ সে রযা
সুবহে আরিয পে লুটাতে হে সিতারে গেয়সু^(৩২)

(২) রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “যার চুল আছে, সে যেনো তার যত্ন নেয়।”^(৩৩) অর্থাৎ তা ধৌত করা, তেল লাগানো এবং আঁচড়ানো।^(৩৪) মাথা ও দাঁড়ির চুল সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করার যাদের অভ্যাস নেই, তাদের চুল প্রায় দূর্গন্ধ হয়ে যায়, নিজের যদিও দূর্গন্ধ লাগে না কিন্তু অন্যদের লাগে। মুখ, চুল, শরীর ও পোশাক ইত্যাদি থেকে দূর্গন্ধ আসা অবস্থায় মসজিদের প্রবেশ করা হারাম, কেননা এতে মানুষের ও ফিরিশতাদের কষ্ট হয়। তবে হ্যাঁ দূর্গন্ধ আছে কিন্তু গোপন, যেমন; বগলের দূর্গন্ধ হয় তবে এতে সমস্যা নেই। (৩) হযরত সায্যিদুনা না'ফে **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** থেকে বর্ণিত, হযরত সায্যিদুনা ইবনে ওমর **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا** দিনে দু'বার তেল লাগাতেন।^(৩৫) মাথায় বেশি পরিমাণে তেলের ব্যবহার বিশেষ করে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য উপকারি, কেননা এতে মাথায় খুশকী হয়না, মাথা ঠান্ডা ও স্বরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৪) রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তেল ব্যবহার করে তখন যেনো ভ্রু থেকে শুরু করে, এতে মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায়।”^(৩৬)

(৫) প্রিয় নবী ﷺ যখন তেল ব্যবহার করতেন তখন প্রথমে নিজের বাম হাতে তেল ঢেলে নিতেন, অতঃপর প্রথমে দু’টি ভ্রুতে তারপর দু’টি চোখে (পাপড়ী) এবং এরপর মাথা মোবারকে লাগাতেন।^(৩৭) (৬) “তাবারানি”র বর্ণনায় রয়েছে: রাসূলে পাক ﷺ যখন দাঁড়ি মোবারকে তেল লাগাতেন তখন “আনফাকাহ্” (অর্থাৎ নীচের ঠোট ও থুতনির মধ্যবর্তী চুল) থেকে শুরু করতেন।^(৩৮) (৭) দাঁড়ি আঁচড়ানো সুন্নাত।^(৩৯) (৮) بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করা ব্যতীত তেল লাগানো এবং চুল রুম্ম ও আগোছালো ভাবে রাখা সুন্নাত পরিপন্থি। (৯) হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করা ব্যতীত তেল লাগায়, তবে সত্তরজন শয়তান তার সাথে অংশীদার হয়ে যায়।^(৪০) (১০) হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন; হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: একবার মুমিনের শয়তান ও কাফেরের শয়তানের মধ্যে সাক্ষাত হলো, কাফেরের শয়তান খুব মোটা তাজা ছিলো

এবং ভাল পোশাক পরিহিত ছিলো। অপরদিকে মুমিনের শয়তান হালকা পাতলা ছিলো, চুল এলোমেলো এবং উলঙ্গ ছিলো। কাফেরের শয়তান মুমিনের শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি এতো দুর্বল কেন? সে উত্তর দিলো: আমি এমন একজন ব্যক্তির সাথে আছি, যে পানাহারের সময় بِسْمِ اللَّهِ শরীফ পাঠ করে নেয় তখন আমার চুল এলোমেলো হয়ে যায়। এতে কাফেরের শয়তান বললো: আমি তো এমন লোকের সাথে আছি, যে এই সকল কাজে কিছুই করে না অতএব পানাহার, পোশাক এবং তেল লাগানোতে অংশীদার হয়ে যাই।^(৪১) (১১) তেল ঢালার পূর্বে “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” পাঠ করে বাম হাতের তালুতে কিছু তেল ঢালুন, অতঃপর প্রথমে ডান চোখের ভ্রতে তেল লাগান, অতঃপর বাম চোখের ভ্রতে, এরপর ডান চোখের পলকে এবং বাম চোখের পলকে এবার পুরো মাথায় তেল লাগান। আর দাঁড়িতে তেল লাগালে তবে নিচের ঠোঁট ও খুতনীর মাঝখানের চুল থেকে গুরু করুন। (১২) তেল ব্যবহারকারীরা টুপি বা পাগড়ী খুললে অনেক সময় দুর্গন্ধের ভাপ বের হয়। সরিষার তেল ব্যবহারকারীরা এব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখুন। অতএব যাদের পক্ষে সম্ভব তারা মাথায় উন্নত সুগন্ধি তেল ব্যবহার

করুন, তেল সুগন্ধি করার একটি সহজ পদ্ধতি হলো, সাধারণ তেলের বোতলে নিজের পছন্দের কয়েক ফোটা আতর ঢেলে নেড়ে নিন, সুগন্ধি তেল প্রস্তুত হয়ে গেলো। মাথা ও দাঁড়ি মাঝে মাঝে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন। (১৩) মহিলাদের জন্য আবশ্যিক যে, মাথা আঁচড়ানোর সময় বা মাথা ধৌত করার সময় যেই চুলগুলো ঝড়ে যায় তা কোথাও লুকিয়ে রাখা, যেনো কোন অপরিচিত ব্যক্তির (অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যার সাথে সবসময়ের জন্য বিয়ে হারাম নয়) দৃষ্টিতে না পড়ে।^(৪২)

(১৪) রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** প্রতিদিন মাথা আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন।^(৪৩) এই নিষেধাজ্ঞা হলো মাকরুহে তানযিহি এবং উদ্দেশ্য এটাই যে, পুরুষরা যেন সাজসজ্জায় বিভোর হয়ে না যায়।^(৪৪) ইমাম মুনাভী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** বলেন: যে ব্যক্তির চুল বেশি হওয়ার কারণে প্রতিদিন আঁচড়ানোর প্রয়োজন হয়, সে অবশ্যই প্রতিদিন চুল আঁচড়াতে পারবে।^(৪৫)

(১৫) আলা হযরত **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** এর দরবারে উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তর অবলোকন করুন। প্রশ্ন: দাঁড়ি কোন কোন সময় আঁচড়ানো যাবে? উত্তর: আঁচড়ানোর জন্য শরীয়াতের বিশেষ কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, মধ্যমপন্থা হুকুম হলো, এমন যেনো না হয় যে, জ্বীনের আকৃতি বানিয়ে রাখবে, আর এমনও

যেনো না হয় যে, সর্বদা সিঁথি বানানোয় লিপ্ত থাকবে।^(৪৬)

(১৬) চুল আঁচড়ানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করুন।
উম্মুল মুমিনিন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন:
রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু
করা পছন্দ করতেন, এমনকি জুতা পরিধান করা, চুল আঁচড়ানো
এবং পবিত্রতার অর্জনেও।^(৪৭) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী
হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এই
হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এই তিনটি বিষয় উদাহরণ
স্বরূপ বলা হয়েছে, অন্যথায় প্রত্যেক কাজ যা সম্মানিত ও
মহত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তা ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব,
যেমন; মসজিদের প্রবেশ করা, পোশাক পরিধান করা,
মিসওয়াক করা, সুরমা লাগানো, নখ কাটা, গোঁফ কাটা,
বগলের চুল উপড়ানো, অয়ু, গোসল করা এবং ইস্তিঞ্জাখানা
থেকে বাইরে আসা ইত্যাদি এবং যেসকল কাজে এই বিষয়টি
(অর্থাৎ সম্মানিত) নয়, যেমন; মসজিদ থেকে বাইরে আসা,
ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশ করা, নাক পরিষ্কার করা, তাছাড়া
শেলোয়ার ও পোশাক খোলার সময় বাম দিক থেকে শুরু
করা মুস্তাহাব।^(৪৮) (১৭) জুমার নামাজের জন্য তেল লাগানো
ও সূগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব।^(৪৯) (১৮) রোযা অবস্থায় দাঁড়ি

গোঁফে তেল লাগানো মাহরুহ নয় কিন্তু এর জন্য তেল লাগালো যে, দাঁড়ি বৃদ্ধি পাবে, অথচ এক মুষ্টি দাঁড়ি রয়েছে তবে তা রোযা ছাড়াও মাহরুহ আর রোযা অবস্থায় তো আরো বেশি।^(৫০) (১৯) মৃত ব্যক্তির দাঁড়ি বা মাথা আঁচড়ানো নাজায়িয় ও গুনাহ।^(৫১) লোকেরা মৃতের দাঁড়ি মুন্ডিয়ে দেয়, এটাও নাজায়িয় ও গুনাহ। গুনাহ মৃতের উপর হবে না বরং মুন্ডনকারীর ও এর আদেশ দাতার উপর হবে।

নখ কাটার ১০টি সুন্নাত ও আদব

(১) জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায়, তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না।^(৫২) বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, আল্লাহ পাক তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিনদিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমত আগমন করবে ও গুনাহ দূরীভূত হবে।^(৫৩) (২) বর্ণনায় আসা হাতের নখ কাটার পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলসহ নখ কাটুন, তবে বৃদ্ধাঙ্গুলি

ছেড়ে দিন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখসহ কাটুন। এবার সবশেষ ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটুন।^(৫৪) (৩) পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম বর্ণিত হয়নি, তবে উত্তম হলো যে, ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখসহ কাটুন।^(৫৫) (৪) অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায়) নখ কাটা মাকরুহ (তানযিহি)।^(৫৬) (৫) দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরুহ (তানযিহি) এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ (অর্থাৎ শরীরে সাদা দাগ) হওয়ার আশংকা রয়েছে।^(৫৭) (৬) নখ কাটার পর তা মাটিতে পুতে দিন আর যদি সেগুলো ফেলেও দেন তবুও কোন অসুবিধা নেই।^(৫৮) (৭) কর্তিত নখ পায়খানা কিংবা গোসলখানায় ফেলা মাকরুহ (তানযিহি), কেননা এতে রোগ সৃষ্টি হয়।^(৫৯) (৮) বুধবার নখ কাটা উচিত নয়, এতে শ্বেতরোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অবশ্য যদি উনচল্লিশ (৩৯) দিন পর্যন্ত নখ কাটেনি, আজ বুধবার ৪০তম দিন, যদি আজ কাটা না হয় তবে চল্লিশ দিনের বেশি হয়ে যাবে এবং ৪১তম দিন শুরু হয়ে যাবে তবে তার জন্য

ওয়াজীব হলো, আজই কেটে নেয়া, কেননা চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত নখ রাখা নাজাযিয় ও মাকরুহে তাহরিমী। (বিস্তারিত জানতে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ২২তম খন্ড, ৫৭৪ থেকে ৬৮৫ পৃষ্ঠা দেখুন) (৯) লম্বা নখ শয়তানের বৈঠকখানা অর্থাৎ তাতে শয়তান বসে।^(৬০) (১০) রাতে নখ কাটলে সমস্যা নেই। ঘটনা: হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ থেকে হারুনুর রশিদ রাতে নখ কাটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো। বললেন: জাযিয়। হারুনুর রশিদ বললো: এর দলীল কি? বললেন: হাদীসে পাকে রয়েছে: أَلْحَيُّ لَا يُؤَخِّرُ অর্থাৎ কল্যাণের কাজে দেরী করবে না।^(৬১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ❀❀❀ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

পোশাকের ব্যাপারে ১৭টি সুন্নাত ও আদব

প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: (১) জ্বীনদের চোখ ও মানুষের সতরের মধ্যে পর্দা হলো, যখন কেউ কাপড় খুলবে তখন بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করে নিবে।^(৬২) হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: যেমন দেয়াল ও পর্দা মানুষের চোখের সামনে আড়াল হয়ে যায় তেমনি আল্লাহ পাকের যিকির জ্বীনদের চোখের

সামনে আড়াল হয়ে যায়।^(৬৩) (২) যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করার সময় এটা পাঠ করবে: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَسَانِیْ هٰذَا وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَلَا قُوَّةَ**^(১) তবে তার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।^(৬৪) (৩) যে ব্যক্তি সুন্দর কাপড় পরিধান করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয় প্রকাশের জন্য ছেড়ে দেয়, আল্লাহ পাক তাকে কারামাতের হুন্না (অর্থাৎ জান্নাতী পোশাক) পরিধান করাবেন।^(৬৫) (৪) ধনীরা যদি নেয়ামত প্রকাশের নিয়্যতে শরয়ী মন্দ থেকে পবিত্র উন্নত পোশাক পরিধান করে, তবে সাওয়াবের অধিকারী হবে। (৫) নবীয়ে পাক **صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** এর মোবারক পোশাক প্রায় সাদা কাপড়ের হতো।^(৬৬) (৬) প্রিয় নবী **صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** ইরশাদ করেন: “সবচেয়ে উত্তম পোশাক হলো তা, যা পরিধান করে তুমি মাওলার যিয়ারত কবর ও মসজিদে করো, তা হলো সাদা।”^(৬৭) অর্থাৎ সাদা পোশাকে নামায পড়া এবং মৃতকে কাফন দেয়া উত্তম।^(৬৮) (৭) ইমাম শাফেয়ী **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ** বলেন: “যে ব্যক্তি নিজের পোশাক পরিছন্ন রাখে, তার দুঃখ কম হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি সুগন্ধি লাগাবে তার জ্ঞান বৃদ্ধি

১ অনুবাদ: সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদেরকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন এবং আমার সামর্থ্য ও শক্তি ব্যতীত দান করেছেন।

পাবে।”^(৬৯) (৮) পোশাক হালাল উপার্জনের হওয়া এবং যে পোশাক হারাম উপার্জন দ্বারা প্রাপ্ত তা দিয়ে ফরয ও নফল কোন নামায কবুল হয়না।^(৭০) (৯) বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি বসে পাগড়ী বাঁধে এবং দাঁড়িয়ে পাজামা বা সেলোয়ার পরিধান করে, তবে আল্লাহ পাক তাকে এমন রোগে আক্রান্ত করবেন যার কোন ঔষধ নেই।^(৭১) হযরত সাযিদ্দুনা ইমাম বুৰহানুদ্দীন যারনূজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: পাগড়ী বসে বাঁধা বা পাজামা কিংবা সেলোয়ার দাঁড়িয়ে পরিধান করা অভাব অনটনের কারণ।^(৭২) (১০) পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করুন, (কেননা এটা সুন্নাত) যেমন; যখন জামা পরিধান করবেন তখন প্রথমে জামার ডান আস্তিনে ডান হাতে প্রবেশ করান এরপর বাম আস্তিনে বাম হাত প্রবেশ করান।^(৭৩) (১১) এভাবে পাজামা পরার সময়ও প্রথমে ডান পা প্রবেশ করান ও যখন (জামা বা পাজামা) খুলবে তখন এর উল্টো করুন অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে শুরু করুন। (১২) “বাহারে শরীয়াত” ৩য় খন্ডের ৪০৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সুন্নাত হলো, জামা লম্বায় পায়ের হাঁটু হতে টাকনু গিরার মাঝামাঝি পর্যন্ত হওয়া এবং আস্তিন লম্বায় সর্বোচ্চ আঙ্গুলের ভাঁজ পর্যন্ত হওয়া আর প্রস্থে এক বিঘত।^(৭৪) (১৩) সুন্নাত

হলো, পুরুষের লুঙ্গী বা পাজামা টাখনু গিরার উপর থাকা।^(৭৫) (১৪) পুরুষেরা পুরুষালি ও মহিলারা মেয়েলি (অর্থাৎ লেডিস) পোশাক পরিধান করুন। ছোট ছেলে ও মেয়েদের ব্যাপারেও এই বিষয়টি খেয়াল রাখুন (অন্যথায় যারা পরিধান করিয়েছে তারা গুনাহগার হবে) তবে হ্যাঁ! যে পোশাক পুরুষ ও মহিলা এবং ছোট ছেলে ও মেয়ে উভয় পরিধান করতে পারে আর এতে শরয়ী কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না তবে উভয়েই পরিধান করতে পারবে। (১৫) “বাহারে শরীয়াত” ১ম খন্ডের ৪৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: পুরুষের জন্য নাভীর নীচ থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত “সতর”, অর্থাৎ তা ঢেকে রাখা ফরয। নাভী এখানে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং হাঁটু অন্তর্ভুক্ত।^(৭৬) এখন প্রায় মানুষ এমন যে, লুঙ্গী বা পাজামা এমনভাবে পরিধান করে যে, নাভীর নিচের কিছু অংশ খোলা থাকে, যদি জামা ইত্যাদি দ্বারা এমনভাবে ঢাকা থাকে যে, চামড়া (অর্থাৎ SKIN) এর রং প্রকাশ পায়না তবে ঠিক নতুবা হারাম এবং নামাযে চতুর্থাংশ খোলা থাকলে তবে নামায হবে না।^(৭৭) ইহরাম পরিধানকারীদের এ বিষয়ে বেশি সতর্কতা জরুরী। (১৬) আজকাল অনেকে পাবলিক প্লেসে হাফপেন্ট পরিধান করে থাকে, যার ফলে তাদের হাঁটু ও রান

দেখা যায়, এটা হারাম। এরূপ লোকদের খোলা হাঁটু ও রানের দিকে তাকানোও হারাম। বিশেষ করে খেলার মাঠে, ব্যায়ামাগারে এবং সমুদ্র সৈকতে (BEACH) এ ধরনের দৃশ্য বেশি হয়ে থাকে। সুতরাং এসব জায়গায় গেলে দৃষ্টির নিরাপত্তা অতিশয় জরুরী। (১৭) অহংকারবশত যেই পোশাক হবে, তা নিষেধ।^(৭৮)

উদ্ধৃতি সমূহ

- (১) মুসলিম, ১১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৮৮। (২) মু'জামুল কবির, ৭/১৬২, হাদীস ৭১৩২। (৩) শামায়িলে মুহাম্মদিয়া লিত তিরমিযী, ৭৮ পৃষ্ঠা, নম্বর ১১৮। (৪) কিতাবুল ওয়ারআ মাআ মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ১/২০৫। (৫) আবু দাউদ, ৪/৪৭০, হাদীস ৫২৭৩। (৬) মুসলিম, ১১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৯৬। (৭) বুখারী, ৪/৬৫, হাদীস ৫৮৫৫। (৮) নুযহাতুল ক্বারী, ৫/৫৩০। (৯) হায়াতুল হায়ওয়ান, ২/২৮৯। (১০) আবু দাউদ, ৪/৮৪, হাদীস ৪০৯৯। (১১) বাহারে শরীয়াত, ৩/৪২২। (১২) মুস্তাদরিক, ২/১৬৮, হাদীস ১৮৬৯। (১৩) বুখারী, ৪/১৮০, হাদীস ৬২৭২। (১৪) বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৩২। (১৫) আবু দাউদ, ৪/৩৪৫, হাদীস ৪৮৫০। (১৬) মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৯০। (১৭) মু'জামু আওসাত, ৬/১৬১, হাদীস ৮৩৬১। (১৮) আল আদাবুল মুফরাদ, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৩৭। (১৯) আল মাকাসিদুল হাসানাতি, ৮৮ পৃষ্ঠা। (২০) মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৮০। (২১) মানাকিবিল ইমামুল আযম আবী হানিফা লিল মওফক, ২য় অংশ, ৭ পৃষ্ঠা। (২২) শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৬৮, হাদীস ৮৯৩৩। (২৩) আবু দাউদ, ৪/৩৪৪, হাদীস ৪৮২১। (২৪) ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৬৯, ৪২৪। (২৫) জামেয়ে সগীর, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৫৪। (২৬) আবু দাউদ, ৪/৩৪৭, হাদীস ৪৮৫৭। (২৭-২৮) আবু দাউদ, ৪/৪২০, হাদীস ৫০৯৫, ৫০৯৬।

(২৯) দুররুল মুখতার, ৯/৬৮২। (৩০) বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৫৩। শরহুস শিফা লিল কারী, ২/১১৮। (৩১) শামায়িলে মুহাম্মদিয়া লিত তিরমিযী, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩২। (৩২) হাদায়িকে বখশীশ, ১২১ পৃষ্ঠা। (৩৩) আবু দাউদ, ৪/১০৩, হাদীস ৪১৬৩। (৩৪) আশিয়াতুল লামআত, ৩/৬১৭। (৩৫) মুসান্নাফ ইবনে আবি শেয়বা, ৬/১১৭। (৩৬) জামেয়ে সগির, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৯। (৩৭) কানযুল উম্মাল, ৭/৪৬, নম্বর ১৮২৯৫। (৩৮) মু'জামু আওসাত, ৫/৩৬৬, হাদীস ৭৬২৯। (৩৯) আশিয়াতুল লুমআত, ৩/৬১৬। (৪০) আমালুল ইয়াওমি ওয়া লাইলাতি লি ইবনুস সুন্নি, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৭৩। (৪১) ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪৫। (৪২) বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৪৯। (৪৩) তিরমিযী, ৩/২৯৩, হাদীস ১৭৬২। (৪৪) বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৯২। (৪৫) ফয়যুল কাদির, ৬/৪০৪। (৪৬) ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৯২, ৯৪ (৪৭) বুখারী, ১/৮১, হাদীস ১৬৮। (৪৮) উমদাতুল কুরী, ২/৪৭৬। (৪৯-৫০) বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৪, ৯৯৭। (৫১) দুররে মুখতার, ৩/১০৪। (৫২) দুররে মুখতার, ৯/৬৬৮। (৫৩) দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬৮, ৬৬৯। বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৮৩। (৫৪-৫৫) দুররে মুখতার, ৯/৬৭০। ইহইয়াউল উলুম, ১/১৯৩। (৫৬-৫৯) আলমগীরী, ৫/৩৮৫। (৬০) ইস্তিহাফুস সাআদাত, ২/৬৫৩। (৬১) ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫/৩৫৮। (৬২) মু'জামু আওসাত, ২/৫৯, হাদীস ২৫০৪। (৬৩) মিরাত, ১/২৬৮। (৬৪) শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৮১, হাদীস ৬২৮৫। (৬৫) আবু দাউদ, ৪/৩২৬, হাদীস ৪৭৭৮। (৬৬) কাশফুল ইলতিবাস ফি ইস্তিহাবাবিল লিবাস, ৩৬ পৃষ্ঠা। (৬৭) ইবনে মাজাহ, ৪/১৪৬, হাদীস ৩৫৬৮। (৬৮) বাহারে শরীয়াত, ৩/৪০৩। (৬৯) ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৬১। (৭০-৭১) কাশফুল ইলতিবাস ফি ইস্তিহাবাবিল লিবাস, ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা। (৭২-৭৩) তা'লিমুল মুতআল্লিম, ৪৩, ১২৬ পৃষ্ঠা। (৭৪) রদ্দুল মুখতার, ৯/৫৭৯। (৭৫) মিরাত, ৬/৯৪। (৭৬) দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২/৯৩। (৭৭) বাহারে শরীয়াত, ১/৪৮১। (৭৮) বাহারে শরীয়াত, ৩/৪০৯। রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৭৯।

সুন্নাত অনুসরণের মধ্যে মুক্তি রয়েছে

হযরত ইমাম দাহুহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:
দুনিয়ায় সুন্নাতের দৃষ্টান্ত এমন যেমন
আখিরাতে জান্নাত, সুতরাং যেমনিভাবে
জান্নাতে প্রবেশকারী নিরাপদে থাকে
তেমনিভাবে দুনিয়াতে সুন্নাতের অনুসারিও
নিরাপদে থাকবে।

(তাকসীরে কুরতুবী, ১৩/৩৬৫)



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮-২ আমদকিয়া, ঢক্কায়ম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফরবানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সারোদাবাস, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৬৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮-২ আমদকিয়া, ঢক্কায়ম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৫৬৯

কাশারীপট্রি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina16@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net